যুগান্তর

তারিখ 25 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা

দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পরিচালনার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস কিংবা টিউটোরিয়াল/ষ্টাডি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘদিন থেকে। এ নিয়ে কয়েকজন উদ্যোক্তা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা ইতিবাচক অবস্থান নিলেও বাদ সাধছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।' এই পারস্পরিক বাদানুবাদে এ বিষয়ে এখনও কোন আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন করা যায়নি। ২০১০ সালের ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২ পাস হয়। এরপর ২৭ মাস অতিবাহিত হলেও ওই আইনের অধীনে 'বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধিমালা' প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পক্ষের উদ্যোক্তাদের অভিমত হল, দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। এর পাশাপাশি সাশ্রয় হবে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার। উল্লেখ্য, বর্তমানে কম-বেশি ১৫ হাজার শিক্ষার্থী প্রতি বছর বিদেশে যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে। দেশে বিদেশী নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আর বিদেশে যেতে হবে না। দেশেও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার মান বাড়বে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে 'ব্রিফকেস ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠিত হলে সেগুলো হবে নাম ও বাণিজ্যসর্বস্ব। সেখানে শুধু বিপুল অর্থের বিনিময়ে তথাকথিত বিদেশী ডিগ্রি তথা সনদ মিলবে, শিক্ষা নয়। বর্তমানে কয়েকটি নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা ষ্টাডি সেন্টার রয়েছে। সেগুলোর কোনটাই মানসম্মত নয়, বরং সাইনবোর্ডসর্বস্ব। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০৭ সালে এ ধরনের ৫৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য কাম্য নয়। নিতান্তই যদি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলতে হয়, তাহলে তা বাস্তবায়নে কঠোর আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হোক।

শিক্ষা একটি অধিকার। দেশে বসে বিদেশী নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব হলে সে ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত। এতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে যে বিপুল ব্যয় হয়, তা কমবে অনেকাংশে। তবে সে শিক্ষা হতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্মত। দুর্ভাগ্যজনক, বর্তমানে দেশে অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ধরে রাখতে পারছে না। আর হাতেগোনা দু-চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অধিকাংশের অবস্থা করুণ। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চহারে টিউশন ফি নিলেও পর্যাপ্ত শিক্ষকসহ যথাযথ অবকাঠামো পর্যন্ত নেই। এসবের বিরুদ্ধে ইউজিসি বারবার সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেও পরিস্থিতির কোন উন্নয়ন হয়নি। নানা কারণে ইউজিসি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থায় দেশে শিক্ষার মান না বাড়িয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিলে অনুরূপ অবস্থার আশংকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা পরিণত হবে শুধুই বাণিজ্যে। আর আইন বা বিধিমালা শুধু কঠোর করে কী লাভ, যদি তা প্রয়োগ করা না যায়! দেশে শিক্ষার মান বাড়িয়েই বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা সঙ্গত।